*ISSN 1605-2021*

*লোক-প্রশাসন সাময়িকী*
*Lok Proshason Samoeeky*
*সংখ্যা: ৪৮/No. 48*
*ভাদ্র ১৪১৬/September 2008*

# উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা পালনে অনিশ্চয়তার অবসান: রাজশাহী বিভাগে পরিচালিত একটি সমীক্ষাভিত্তিক বিকল্প অনুসন্ধান

*(In Quest of Dissolving Uncertainty in Playing the Role of Vice Chairmen in Upazilla Parishad (UPZ): A Study Conducted in Rajshahi Division)*

ড. মোঃ হাবিবুল্লাহ্*

***Abstract:*** *The post of two Vice Chairmen in the reinstituted Upazilla Parishad (UPZ) is a new and significant addition for a local self government in Bangladesh. It has been claimed that such an addition is made for a dynamic and active UPZ. But the post of Vice Chairman is being ignored and regretted in the present rules and regulations. No practicabale role of the Vice Chairmen is recognized still in the concerned documents so far available. Due to this problem and other realities the UZP Vice Chairmen are not in a position to become an active part of this authority. As a result the prospects of developing leadership in (and through) UZP are being threatened and failing to fulfill the aspirations of mass people. This reality cannot ensure the betterment of democratic future of Bangladesh. So UZP will have to be framed properly and the Vice Chairmen as the significant pillers of this authority must be made active. A wel-managed and equitable legal framework may ensure the proper coordinations among stakeholders {(ie. The elected Upazilla Chairmen and two Vice chairmen, the local jatiyo snagsad (JS) member and Upazilla Nirbahi Officer (UNO)} at the Upazilla level.*

## ভূমিকা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্তর হিসেবে উপজেলা পরিষদের বিপুল সম্ভাবনা এর কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা এবং সম্ভাবনার তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী সমাধানের গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নন্দিত এবং স্বীকৃত। গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গণতন্ত্র আছে অথচ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অবহেলিত এমন নজির উন্নত বিশ্বে প্রায় অসম্ভব। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে গণতন্ত্রের উপরিকাঠামো বলা হয়। অথচ বাংলাদেশের বাস্তবতা অনেকাংশে এর উল্টো। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসন

* প্রভাষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, রাজশাহী

ব্যবস্থার অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উপেক্ষিত থাকে এবং অনির্বাচিত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সমাদৃত হয়। এতে ফলাফল হয় ঠিক এর উল্টো। অর্থাৎ পদে পদে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনের মূলনীতি যে জনআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমেই সেই গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক বড় ত্রুটি হলো ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রীভূত রূপ নিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চর্চার দুর্বিনীত আগ্রহ ক্রমশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের অনাগ্রহ জনগণের স্বশাসনের আগ্রহের প্রতি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের প্রশ্নে বড় ধরনের হুমকি বলে দাবি করা হয়। তাই প্রায় দেড় দশকের গণতান্ত্রিক শাসনামলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা যে জমাট বাঁধা অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, তা পুনরুদ্ধারে তৎকালীন (২০০৭-২০০৮) অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদক্ষেপ নাগরিক সমাজে প্রশংসিত হয়েছিলো। অনেক সমস্যা-সংকট, বাধা-বিপত্তি এবং অনিশ্চয়তার পর বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পেই সম্ভবত উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিলো। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে উপজেলা ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রশ্নে সরকারের বার বার দ্বিধাযুক্ত নীতি গ্রহণ উপজেলা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের অনাগ্রহের বিষয়টি নাগরিক সমাজে সমালোচিত হয়। এমতাবস্থায় উপজেলা ব্যবস্থা এক গভীর সংকটে নিপতিত বলে ধারণা করা হয়। এরই মাঝে নিজেদের অধিকার আদায়ে এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চার প্রশ্নে উপজেলার নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের (ইউএনও) মাঝে সমন্বয়হীনতার গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়। ত্রিমুখী সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় সময়ে সময়ে সরকারের দেয়া প্রস্তাবে সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা ঘনিভূতই হয় বেশি। এর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা পালনে অনিশ্চয়তা অবসানের অকুকূলে একটি বিকল্প নীতিমালার পরামর্শ উপস্থাপিত হবে। এ কাজে রাজশাহী বিভাগের ২০টি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যানের অভিমতকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

সমস্যা:

পুনঃপ্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পরিষদের কার্যকারিতা প্রশ্নে নানামাত্রিক সমস্যা-সংকট এবং পরিষদের ওপর ক্ষমতা চর্চার ত্রিমুখী লড়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এই স্তরটির বিপুল সম্ভাবনাকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে বলে দাবি করা

হচ্ছে। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সোচ্চার অবস্থান, উন্নয়ন-অগ্রগতি সংক্রান্ত ভূমিকার প্রতি মনোযোগী প্রচেষ্টা চেয়ারম্যানদের পরিষদের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অবস্থান তৈরি করে দিচ্ছে বলে মনে করা হয়। পরিষদের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় চেয়ারম্যানদের আন্দোলনমুখী অবস্থান, সরকারের ওপর মহলে অধিকার আদায়ে লবিং নাগরিক সমাজে এক ধরনের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করছে এবং জনমতের চাপে সরকারও চেয়ারম্যানদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে বলে দাবি করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান এবং ইউএনও'র মধ্যে সমন্বয়ের প্রস্তাবে উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার এক ধরনের সরকারি মিশ্র উদ্যোগ সেই ধরনেরই ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা সমস্যা সমাধানের চেয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতই বেশি সৃষ্টি করছে। এতে করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এ স্তরটির ভবিষ্যৎ নিয়েই নাগরিক সমাজে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। নেতৃত্ব-ক্ষমতা-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিকাশমান এই ত্রিমাত্রিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে উপজেলা পরিষদের সমস্যা-সংকট এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে বলে অভিযোগ করা হয়। এবং এ সংকট উত্তরণের পথ নকশা হিসেবে সংসদ সদস্য -চেয়ারম্যান-ইউএনও'র মধ্যে সমন্বয়ের প্রায় অদ্ভূত-অসম্ভব কিন্তু সময়োচিত পদক্ষেপের দাবি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও দেয়া হচ্ছে। অথচ একটি গভীর চিন্তার বিষয় হলো, উপজেলা পরিষদ অর্থ শুধুমাত্র উপজেলা চেয়ারম্যান নয় বরং দু'জন নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানসহ চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। এবং উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করতে হলে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে সাথে ভাইস চেয়ারম্যানদের সক্রিয়তার অনিবার্যতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ সত্য উপলব্ধি করার মতো সচেতনতা নীতি নির্ধারক মহল থেকে প্রকাশিত হয়নি বলে দাবি করা হয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির ভোটে নির্বাচিত, ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য-চেয়ারম্যানের চেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যনদের উপেক্ষা-অবহেলা স্থানীয় জনগণের স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে বলে দাবি করা হয় । উপজেলা চেয়ারম্যানদের আন্দোলনে যুগপৎ অংশগ্রহণ, পরিষদের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠায় আত্মজবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধ অথচ তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকার প্রশ্নে সরকারের অনীহা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যাদের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। প্রশাসনিক অসহযোগিতা, পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অপমানজনক মন্তব্য, এমনকি 'টিজিং' এর মতো নিদারুণ যন্ত্রণা তাদের সহ্য করতে হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি জনআকাঙ্ক্ষার চাপ পূরণে ব্যর্থ ভাইস চেয়ারম্যানরা পরিষদে এ ধরনের পদের কার্যকারিতার চেয়ে পদের ভারে প্রায় বিপর্যস্ত বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কতিপয় পদক্ষেপ তাদের এ মনোভাবকে আরো বেশি ঘনিভূত করেছে। উপজেলা চেয়ারম্যান নয় উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এখন তাই বড় এক চ্যালেঞ্জ বলে বিবেচনা করা

হচ্ছে । আর এ জন্য সমন্বয় ত্রিমুখী নয় বরং চতুর্মুখী রূপ পরিগ্রহ করা উচিৎ বলে দাবি করা হচ্ছে। এমন দাবির গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষায় এ গবেষণাকর্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

ক) উপজেলা ব্যবস্থা কার্যকার হওয়ার ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা পালনের অনিশ্চয়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।

খ) ভূমিকা পালনে সমস্যা সম্পর্কে এবং সমাধানের পন্থা প্রণয়নে ভাইস চেয়ারম্যানদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করা।

গ) উপজেলা চেয়ারম্যান- ভাইস চেয়ারম্যান-স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ইউএনও'র মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্যহীন সম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং কার্যকরি সমন্বয়ের প্রস্তাব করা।

ঘ) এ বিষয়ে গণমাধ্যম, আমলা এবং নাগরিক সমাজের মনোভাব পরীক্ষা করা।

ঙ) এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যত গবেষণাকর্মের ক্ষেত্র প্রস্তাব করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের সাহায্যে গবেষণা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে:

১. তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

ক) তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক উৎস: রাজশাহী বিভাগের ৭টি জেলার মোট ২০টি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান।

খ) তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমিক সূত্র: প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, মিডিয়া রিপোর্ট ও সরকারি দলিলাদি।

গ) প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল:

১) সম্ভাব্য বিকল্প উত্তরসহ নির্ধারিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে ।

২) তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে।

৩) প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু বক্তব্য অডিও রেকর্ড করা হয়েছে।

২. তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

সংগৃহীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সূত্রের তথ্য-উপাত্ত সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতির

আলোকে তথ্যাদির শ্রেণীবদ্ধকরণ ও পরিসংখ্যানবিদ্যার নীতি অনুযায়ী উপাত্তসমূহের গড় ও শতকরার ভিত্তিতে সারণিবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা:

প্রথমত; উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন একটি নতুন পদ্ধতি। সুতরাং পর্যাপ্ত অনুশীলন-পর্যবেক্ষণের সুযোগ না থাকায় এ বিষয়ক মূল্যায়ন-পরামর্শমালা ফলপ্রসূতার বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত; নির্দিষ্ট এলাকা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে এ গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। তাই এ গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণীকরণে অপর্যাপ্ত বিবেচিত হতে পারে।

ধারণাগত কাঠামো:

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, ইউএনও, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষার প্রয়োগ থাকবে। মূলত ভূমিকা বিষয়ে ধ্রুপদী ও প্রায়োগিক সংজ্ঞার বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়া হবে।

ক) স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার হলো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো, যা নিঃশর্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব ও আনুগত্য করে।

খ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার

স্থানীয় বা এলাকাভিত্তিক ভোটার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থাপনা হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার, যা রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিধানের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে স্থানীয় বিষয়াদির তত্ত্বাবধান, পরিচালনা, ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে।

গ) উপজেলা চেয়ারম্যান-ভাইসচেয়ারম্যান

বাংলাদেশের অন্যতম প্রশাসনিক একক উপজেলা এলাকার স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক ভোটার দ্বারা নির্দিষ্ট পদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বোঝানো হয়।

ঘ) সংসদ সদস্য

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের জন্য চিহ্নিত যে কোনো একটি সাধারণ নির্বাচনী এলাকার আওতাধীন নাগরিক ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সংসদ

সদস্য বলা হয়। একটি ভিন্ন অথচ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের 'সংরক্ষিত নারী' আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণও সংসদ সদস্য হিসেবে গণ্য।

ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)

উপজেলা নামক প্রশাসনিক একক পরিচালনায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত-নিয়ন্ত্রিত প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বোঝানো হয়।

চ) ভূমিকা (Role)

এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে 'ভূমিকা' একটি প্রদত্ত 'সামাজিক' অবস্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এ সামাজিক অবস্থান একগুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃ ক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে 'ভূমিকা'কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত কর যায়। সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতীতই 'ভূমিকা'কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।[১] 'ভূমিকা'-র- দু'টি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজের একক হিসেবে 'ভূমিকা' এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে 'ভূমিকা' পালন। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয় ধারণার উন্নয়ন ঘটান G.H. Mead।[২]

T.R. Sarbin এর মতে 'ভূমিকা' হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কর্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা।[৩]

উপজেলা পরিষদে ভাইসচেয়ারম্যান:

১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুর্নগঠন) অধ্যাদেশ জারি হয় এবং এর পর উপজেলা পরিষদে দু'বার (১৯৮৩ এবং ১৯৯০) চেয়ারম্যান নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।[৪] ১৯৯০ এর গণআন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসা বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালে বাতিল করে উপজেলা

---

১ Neiman & Hugher, J.W., The Problem of the concept of Role: A Re-survey of literature, Vol.30, 1951:141-49

২ Linton, R. , The study of man, Newyork: Appleton century, 1936, Mead, G.H., Mind, Self and socity, C.W. Morris (ed.), Chicago: The university of cicago press, 1934.

৩ Lindzey, 1954: 223-58) Sarbin, T.R, Role theory, G. Lindzey (ed.) Hand book of Social Phychology, Vol.1. Cambridge: mass: Addison- Wesley, 1954.

৪ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ২০০৯।

পরিষদ। এরপর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ (আ.লীগ) সরকারের শেষ সময়ে এ নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। ১/১১ পরবর্তী সময়ে ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর পুনঃপ্রবর্তন ঘটে উপজেলা পরিষদের। ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইনে সংশোধনের পর ওই বছরের ৩০ জুন স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করা হয়।[৫] পরবর্তীতে আ.লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) বিল ২০০৯ সংসদে উত্থাপন করে এবং তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। ৬ এপ্রিল ২০০৯ বিলটি পাস হলেও ২০০৮ সালের ৩০ জুন থেকে আইনটি কর্যকর হয়েছে বলে আইনের ১(২) দফায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং আইনটি ১৯৯৮ সালে আ.লীগ সরকারের সময়ে করা উপজেলা আইনের সংশোধিত আইন হিসেবে পাস করা হয়। একই সঙ্গে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারি করা স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ বিলুপ্ত করা হয়।[৬] উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের পাশাপাশি দু'জন নির্বাচিত (সাধারণ ও সংরক্ষিত) ভাইস চেয়ারম্যান রাখার বিধান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি সারা বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান) অনুষ্ঠিত হয়।[৭]

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আওতা ও পরিধি: বিদ্যমান বাস্তবতা:

উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে উপজেলা পরিষদ বিল পাস করা হয়।[৮] এ আইনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে কার্যত সংসদ সদস্যদের অধীনস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ভাইস চেয়ারম্যানদের কাজের এখতিয়ার সম্পর্কিত কোনো রূপ নির্দেশনা ছাড়াই উপজেলা পরিষদের কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত অন্তর্বর্তী নীতিমালা জারি করা হয়।[৯] সংশোধিত আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদের ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান এসব কমিটির প্রধান হতে পারবেন না। আইন শৃঙ্খলা, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, ভূমি, মৎস্য ও পশু সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, তথ্য ও

---

[৫] দৈনিক করতোয়া, ২২ জানুয়ারী ২০০৯।

[৬] প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯।

[৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯।

[৮] সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৯।

[৯] প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯।

সংস্কৃতি, বন ও পরিবেশ এবং বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কমিটি। উপজেলার সদস্য বা স্থানীয় অন্য কোনো ব্যক্তি এসব কমিটির সভাপতি হতে পারবেন বলে আইনের নির্দেশনা দেয়া হয়।[১০] উল্লিখিত কমিটি ব্যবস্থায় ভাইস চেয়ারম্যানদের নেতৃত্ব বিষয়েরও কোনো উল্লেখ নেই। বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবমূল্যায়নের শামিল বিবেচনা করা হয় এবং সাংবিধানিকভাবেও বিধানটিকে সাংঘর্ষিক দাবি করা হয়। সাংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপরই স্থানীয় শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।[১১] নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৯৮ সালে প্রণীত উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন আকারে অনুমোদন করে। এ আইনের ২৬(২) ধারা অনুযায়ী পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে।[১২] প্রধান নির্বাহী হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগী হিসেবে ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেও সংশোধিত আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত উপজেলা পরিষদকে উপজেলা ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আবার উক্ত আইনের ৫৩ ও ৫১ ধারায় পরিষদের ওপর সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়া হয়, যা স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেতনার পরিপন্থী।[১৩] এ আইনের ২৫নং ধারায় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপজেলায় উপদেষ্টা রাখার বিধান করা হয় এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়।[১৪] এরই মধ্যে অনেক উপজেলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সংসদ সদস্যগণ সক্ষমতা দেখিয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবত বাধ্য হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান- ভাইস চেয়ারম্যানের পরিবর্তে সংসদ সদস্যের অভিপ্রায়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।[১৫] বিরোধী দলের উপজেলা চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের এ কর্তৃত্ব অযৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মিডিয়ায় প্রচার রয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে দলীয় নেতারাও উপজেলার ওপর কর্তৃত্ব করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৬] অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

[১০] হাবিবুল্লাহ্, মোঃ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমস্যা: একটি পর্যালোচনা, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৪১তম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ:১৪।

[১১] বিস্তারিত পাঠের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮॥

[১২] দৈনিক ইত্তেফাক, ৯মে ২০০৯ ।

[১৩] হাবিবুল্লাহ্, মোঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ।

[১৪] সুশাসনের জন্য নাগরিক-'সুজন' এর ৬মে (২০০৯) তারিখের গোলটেবিল বৈঠকে সুজন সম্পাদক

[১৫] প্রথম আলো, ৭মে ২০০৯ ॥

[১৬] দৈনিক ইত্তেফাক, ৯মে ২০০৯।

হয়েও চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানরা এ ধরনের বৈধ কর্তৃত্ব চর্চার কোনো বাস্তবভিত্তিক আইনগত অধিকার পাননি। বিশেষত এ আইনে ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্বের পরিধি নির্ণয়ের কোনো প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি। তাই ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্বের পরিধি নির্ণয়ে এ আইনকে অকার্যকর দাবি করা হয়।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বিধিমালা ২০১০:

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা ২০১০ এ ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়, পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এক বা একাধিক স্থানীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। প্যানেলের অগ্রাধিকার অনুসারে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারক করবেন (যদিও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সভাপতি মনোনয়ন দেবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই প্রাধন্য পেয়ে থাকেন)। তিনি আন্তঃ ইউনিয়নের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চুরি-ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক কাজ করবেন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে বলা হয়, তারা স্থায়ী কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃমঙ্গল সেবা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা নেবেন। স্যানিটেশন ও পয়োনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেবেন। মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে করণীয় ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া ও বাস্তবায়ন করা, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশে উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া এবং নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদিও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[১৭] উপজেলা পরিষদ

[১৭] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০১০।

উল্লেখ করা হয়। ২৬-এর এক নম্বর উপধারায় বলা হয়, 'এই আইনের অধীনে যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ক্ষমতা পরিষদের থাকবে।' উপধারা ২-এ বলা হয়েছে-, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে। বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কা থেকেই এখন উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রধান নির্বাহী করে বিধানটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তবে ইউএনও যথারীতি উপজেলা পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা থাকছেন।[১৮] সংশোধিত বিধানটিতেও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অবস্থানকে স্পষ্ট করা হয়নি যা উপজেলা ব্যবস্থার সক্রিয়তা প্রশ্নে মোটেও বিবেচনাপ্রসূত উদ্যোগ নয় বলে ভাইস চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত আইনের সংশোধনীতে স্থায়ী কমিটির সভাপতি কোঅপ্ট সদস্য ব্যতীত পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করার বিধান করা হয়।[১৯] ভাইস চেয়ারম্যানদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সবটুকুই আলংকারিক এবং অবশ্যই তা নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন নয় বলে দাবি করা যায়। মূলত এসব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নির্বাহী দায়িত্বের অধিকারী হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ইউএনও'র আধিপত্য বহাল রাখতেই ভাইস চেয়ারম্যানদের এমন ক্ষমতাশূন্য কর্তৃত্বের ঘেরাটোপে আটকানো হয়েছে হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধাদি:

নতুন বিধান অনুযায়ী ভাইস চেয়ারম্যান সাড়ে সাত হাজার টাকা সম্মানী ভাতা পাবেন। এছাড়া সরকারের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য বিধিবিধান অনুসারে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্রমনভাতা পাবেন ভাইস চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী চেয়ারম্যান দায়িত্ব ভাতা হিসেবে প্রথম ছয় মাসের জন্য মাসিক একহাজার টাকা করে এবং পরবর্তী সময়ের জন্য মাসিক পাঁচশ টাকা করে কার্যভার ভাতা পাবেন। তবে দায়িত্বকাল একমাসের অধিক না হলে কার্যভার ভাতা প্রাপ্য হবেন না।[২০] উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত হওয়া ছাড়া ভাইস চেয়ারম্যাদের আর কোনো কাজ নেই। এমনকি অফিস কনটেনজেন্সি (আপ্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক খরচ) বিলও নেই। অফিসে লোকজন আসলে চক্ষু লজ্জার খাতিরে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আপ্যায়ন করাতে হয় ভাইস চেয়ারম্যানদের। চেয়ারম্যান ও দু'জন ভাইস চেয়ারম্যানের জন্য মাত্র একজন পিয়ন দেয়া হয়েছে। অথচ ইউএনও'র জন্য কয়েকজন পিয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এরকম একটি অস্বস্তিকর-অসম্মানজনক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় পর্যায়ে আটকে গেছে ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সীমা। মর্যাদা এবং আর্থিক সুবিধাদি বিশ্লেষণ করে তা নগণ্যই দাবি করেছেন ভাইস

---

[১৮] কালের কণ্ঠ, ৭মে ২০১০।

[১৯] প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১০।

[২০] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০১০।

চেয়ারম্যানরা। সরকারের এই শ্যাম রাখি না কুল রাখি নীতিরও প্রতিবাদ করেছেন জরীপে অংশগ্রহণকারী ভাইস চেয়ারম্যানরা।

অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান:

উক্ত আইনের সংশোধনীতে বলা হয়, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রাখা হয়েছে।[২১] অনিয়ম-দুনীর্তির অভিযোগ উঠলে তা তদন্ত করবেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক। উত্থাপিত কোনো অভিযোগের তদন্ত করে তিনি প্রতিবেদন সুপারিশসহ স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাবেন। এই বিভাগ এ ধরনের প্রতিবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখান করতে পারবে। আবার তৃতীয় কোনো পক্ষ দিয়ে পুনঃতদন্ত করতে পারবে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিষদের বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকি বরখাস্ত করতে পারবে।[২২]

তাৎক্ষণিকভাবে এ সংশোধনীকে এক অর্থে প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ ধরনের বিধানের রাজনৈতিক অপব্যবহারের সুযোগ থেকে যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় নির্বাচিত পরিষদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে ক্ষমতাসীন মহল বা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিশেষভাবে জেলা প্রশাসকরা যেন কোনো কারণে অসন্তুষ্ট না হন। এভাবে নির্বাচিত পরিষদকে আমলাদের মুখাপেক্ষী করার বিধান কতটুকু গণতান্ত্রিক নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা ভেবে দেখার বিষয় বলে ভাইস চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

ভাইস চেয়ারম্যানদের আনুষ্ঠানিক দাবি ও কর্মসূচি:

বাংলাদেশ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সমন্বয় পরিষদ কর্তৃক গত ৬ জুলাই ২০০৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও সাংবিধানিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভাইস চেয়ারম্যানরা।[২৩] উক্ত সভার ঘোষণা পত্রে ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা দেয়া; পরিষদে চেয়ারম্যানদের জন্য দেয়া গাড়ি পরিষদের কাজে ব্যবহার করা, চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা দেয়ার দাবি করা হয়। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যানরা ১০দফা দাবি পূরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে। এ কর্মসূচি থেকে উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য প্রচলিত আইনকে দায়ি করে তা সংশোধনের দাবি করেন ভাইস চেয়ারম্যানরা।[২৪] ঠিক একই ধরনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৫ মার্চ

---

[২১] প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১০।

[২২] প্রথম আলো, ১৩মে ২০১০॥

[২৩] প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০০৯।

[২৪] দৈনিক ইত্তেফাক, ২আগষ্ট ২০০৯।

২০১০ বগুড়ায় মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।[২৫] এসব কর্মসূচী থেকে উত্থাপিত দাবিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের দাবি করেন ভাইস চেয়ারম্যানরা। অধিকন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সব কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দাবি করেন ভাইস চেয়ারম্যানরা।

সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্র বাতিল করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে কার্যকর করতে জনপ্রতিনিধিদের সম্মান ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পরিষদ। জনপ্রতিনিধিদের কাজের বাইরে রেখে জারিকৃত পরিপত্র জুন মাসের মধ্যে বাতিল না করলে ১০জুলাই ২০১০ রাজধানীতে মহাসমাবেশের ডাক দেয় সংগঠনটি। ৫জুন ভাইস চেয়ারম্যানদের উক্ত প্রতিনিধি সভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি অসহযোগিতার জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।[২৬]

দাবি আদায়ে ভাইস চেয়ারম্যানদের অনৈক্য:

ভাইস চেয়ারম্যানদের দাবি আদায়ে এখনো ঐক্যবদ্ধ কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা এবং আন্দোলনের অস্তিত্ব নজরে আসেনি। চেয়ারম্যানদের সাথে যুগপৎ আন্দোলনই ভাইস চেয়ারম্যানদের দাবি আদায়ের একমাত্র পন্থা হিসেবে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এতে যে ভাইস চেয়ারম্যানদের দাবি-দাওয়া চেয়ারম্যানদের দাবি-দাওয়ার আড়ালেই থেকে যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। মূলত ভাইস চেয়ারম্যানদের অভ্যন্তরীণ দলাদলি, নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ, অব্যবস্থাপনা, মতবিরোধ, দাবি আদায়ের পন্থা নির্বাচনে ভিন্নমত এবং ভিন্ন দলীয় অবস্থান এ ধরনের অনৈক্যের জন্য দায়ি। দাবি আদায়ে রাজপথে আন্দোলন আবার সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে মতবিরোধের সূত্র ধরে ৬ জুলাই ২০০৯ তারিখের বাংলাদেশ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সমন্বয় পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত সভা পণ্ড হয়। এখান থেকেই ভাইস চেয়ারম্যানদের একটি ফোরামের আত্মপ্রকাশের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ হট্টগোলের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।[২৭]

বিদ্যমান বাস্তবতায় ভাইস চেয়ারম্যানদের প্রতিক্রিয়া:

একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হওয়ার পরও সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধাচারণ, আমলাদের অসহযোগিতা এবং সরকারের অনীহাই চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতায়িত হওয়ার পথে বড় বাধা। অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় উপজেলা পরিষদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

[২৫] দৈনিক করতোয়া, ১৬মার্চ ২০১০।
[২৬] দৈনিক করতোয়া, ৬জুন ২০১০।
[২৭] প্রথম আলো, ৭ জুলাই, ২০০৯ ।

প্রতিষ্ঠায় বর্তমান ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের নজীরবিহীন ঐক্যে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

ভাইস চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ এলাকায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। জনগণের কাছে দেয়া কোনো অঙ্গীকার তারা পূরণ করতে পারছেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঝালকাঠি সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মুস্তাফিজুর রহমান। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সব মহলের সঙ্গে আলোচনা বলে মত দেন তিনি। অন্যদিকে দাবি আদায়ে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করার হুমকী দেন পিরোজপুরের ভাইস চেয়ারম্যান শাহনাজ বেগম। জনগণকে দেওয়া নানা প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দাবি আদায়ে রাজপথে কঠোর আন্দোলনের প্রস্তাব দেন টেকনাফের ভাইস চেয়ারম্যান এইচ. এম. ফিরোজ।[২৮] কাজ না থাকায় পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের কোনো মর্যাদা নেই। আর তাই পরিষদের কর্মচারীরাও ভাইস চেয়ারম্যানদের উপহাস করে বলে অভিযোগ করেন নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম বেগম শেফা। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারের চেয়ে সমাজে ভাইস চেয়ারম্যানের মর্যাদা কম বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন পাবনার ভাইস চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রেখা। 'অনেক ক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্যরা আমাদের কোনো পাত্তাই দিতে চায় না অথচ সংসদ সদস্যদের মতো ভাইস চেয়ারম্যানরাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি' বলে দুঃখ প্রকাশ করেন নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা মনি।[২৯]

'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যানদেরও সুনির্দিষ্ট কার্যভার দিতে হবে। তাহলেই জনপ্রত্যাশিত স্থনীয় স্বশাসিত সরকার শক্তিশালী হবে' বলে মত প্রকাশ করেন জয়পুরহাট উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান তিতাস মোস্তফা। কিন্তু উপজেলায় এখনো ভাইস চেয়ারম্যানদের কোনো অবস্থান নেই। এমনকি ইউএনও'রা ভাইস চেয়ারম্যানদের এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ করেন জামালগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শামিমা শাহরিয়ার।[৩০] 'সুতরাং উপজেলা পরিষদ নিয়ে সরকার যেটা করছে তা একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্র হত্যার শামিল। এমনকি চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব পালনের যে বিধান রাখা হয়েছে সেখানে অর্থনৈতিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যেমন তাদের নেই তেমনি এধরনের বিধানের কারণে দুই ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আশংকা প্রকাশ করেন' জয়পুরহাটের ভাইস চেয়ারম্যান তিতাস মোস্তফা।[৩১] 'নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যথাযথ সম্মান ও কাজের সুযোগ না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করে এ সংশ্লিষ্ট সরকারের

[২৮] প্রথম আলো, ৬ জুলাই ২০০৯।

[২৯] দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯ ।

[৩০] দৈনিক করতোয়া, ৭ জুলাই ২০০৯ ।

[৩১] আমারদেশ, ৭মে ২০০৯ ।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন’ সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রেহানা খাতুন।[৩২] ‘ইউএনওদের খবরদারির হাত থেকে রক্ষায় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের মর্যাদা উপজেলা পরিষদের তৃতীয় স্থানে রাখার দাবি এবং দাবি পূরণের কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন’ উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান এসোসিয়েশনের প্রধান সমন্বয়কারী ও গাজীপুর সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।[৩৩] প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা এবং ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানদের রাখা হয়েছে একেবারেই কর্তৃত্বহীন। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে বসার কক্ষ ও সেখানে কিছু চেয়ার-টেবিল ছাড়া তাদের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। মর্যাদার দিক থেকেও তাদের রাখা হয়েছে ইউএনও’র নিচে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যানরা বিব্রত, হতভম্ব এবং অসহায়। এ প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যানদের দাবি ইউএনওরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। আর ভাইস চেয়ারম্যানরা প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের প্রতিনিধি। সে ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ইউএনও তথা আমলাদের নিচে থাকায় এবং আমলারা সকল কর্তৃত্ব করায় জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে পর্যায়েরই হোক তাদের অবস্থান কখনো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিচে হতে পারে না।[৩৪]

ভূমিকাহীন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান:

তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার ধারাবহিকতায় দীর্ঘ দুই দশক পর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও সরকার-আমলা-সংসদ সদস্যদের অনমনীয় নেতিবাচক মনোভাবের কারণে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা ভূমিকাহীন সময় অতিবাহিত করছেন। এ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানরা পরিষদের প্রতীকী প্রধানের স্বীকৃতি পেলেও ৪৮২টি উপজেলার ৯৬৪ ভাইস চেয়ারম্যানের পরিষদের কাজে কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। কার্যত আমলাতন্ত্র ও আইন প্রণেতাদের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে উপজেলার কর্মকাণ্ড।[৩৫]

পরিষদের প্রধান হিসেবে চেয়ারম্যানরা পদাধিকার বলে উপজেলার মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু পরিষদের অন্য দু’জন ভাইস চেয়ারম্যান একেবারেই কর্তৃত্বহীন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে পরিষদের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব-নেতৃত্বতো নেই, এমনকি উপজেলার কোনো প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও তাদের ন্যূনতম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই। নেই কোনো অবস্থানগত মর্যাদাও।

---

[৩২] সাপ্তাহিক বিজয় বাংলা, ২৫ জানুয়ারী, ২০১০ ।
[৩৩] ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০১০ ।
[৩৪] ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।
[৩৫] ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।

সরকারের নীতি নির্ধারকদের অদূরদর্শিতা, উদাসীনতা ও খামখেয়ালীপনার কারণে উপজেলা পরিষদের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে আমলাতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন মদদকে দায়ি করছেন এ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ।[৩৬] সে ক্ষেত্রে সরকার দ্রুত বিদ্যমান এই জটিলতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার ব্যর্থ হবে এবং যেটি হবে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকারেরও লজ্ঘন। এতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আরো দুর্বল হয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আমলা-নির্ভর হয়ে পড়বে বলে দাবি করা হয়।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নিজেদের কাজের পরিধি সম্পর্কে সরকারের কাছে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা চান উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যানরা। একই সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে তাদের মর্যাদা উপজেলা পরিষদের তৃতীয় স্থানে (ইউএনওদের ওপরে) রাখার দাবি জানান।[৩৭]

মাঠ জরিপের ফলাফল:

বর্তমান গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের ৭টি জেলা যথাক্রমে রাজশাহী {(মোহনপুর, চারঘাট, বাগমারা, বাঘা, গোদাগাড়ী ও দূর্গাপুর উপজেলা), নাটোর (সিংড়া, গুরুদাসপুর, লালপুর, বড়াইগ্রাম ও নাটোর সদর উপজেলা), নওগাঁ (আত্রাই, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলা), চাঁপাই নবাবগঞ্জ (শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর উপজেলা), বগুড়া (শেরপুর ও শিবগঞ্জ উপজেলা), জয়পুরহাট (আক্কেলপুর উপজেলা) এবং পাবনা (আটঘরিয়া উপজেলা)} জেলার উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদের ওপর পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্য নির্বাচিত (২০টি) প্রত্যেকটি উপজেলায় দু'জন ভাইস চেয়ারম্যানের (সাধারণ ও সংরক্ষিত) কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সময় ও যোগাযোগের কিছুটা অপ্রতুলতা এবং গবেষণার জন্য নির্বাচিত কোনো কোনো উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যানদের (মোট ৪জন) মতামত প্রদানে অনাগ্রহের কারণে তাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই গবেষণাকর্মে উত্তর প্রদানকারী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের মোট সংখ্যা ৩৬জন। নির্দিষ্ট প্রশ্নমালায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আবদ্ধ প্রশ্নের (Close-ended questions) মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তকে যাচাই-বাছাইপূর্বক সারণীবদ্ধকরণের মাধ্যমে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

[৩৬] ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।
[৩৭] ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।

সারণি ১: রাজনৈতিক দলগত অবস্থানের ভিত্তিতে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| রাজনৈতিক দলের নাম | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ (আ.লীগ) | ২০ জন | ৫৫.৫৫% |
| বিএনপি | ১২ জন | ৩৩.৩৩% |
| জাতীয় পার্টি (জাপা) | ০১ জন | ২.৭৭% |
| জামায়াতে ইসলামী | ০১ জন | ২.৭৭% |
| স্বতন্ত্র | ০২ জন | ৫.৫৫% |
| মোট- | ৩৬ জন | ১০০% |

রাজনৈতিক দলগত অবস্থানের ভিত্তিতে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস (সারণী -১) এ লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতা ৩৬ জন ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে মোট ২০ জন (৫৫.৫৫%) আওয়ামী লীগের (আ.লীগ) রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা প্রশ্নে দেখা যায়, মোট ১২ জন (৩৩.৩৩%) ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি'র রাজনীতিতে জড়িত। উত্তরদাতাদের মধ্যে মোট ১জন (২.৭৭%) জাতীয় পার্টি (জাপা) এবং ১ জন (২.৭৭%) জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে জড়িত। বাকী ২জন (৫.৫৫%) ভাইস চেয়ারম্যান নিজেদেরকে রাজনীতি নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বলে দাবি করেন।

সারণি ২: উপজেলা পরিষদে ভূমিকা পালন বিষয়ে ভাইস চেয়ারম্যানদের মনোভাবের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

| মনোভাবের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ইতিবাচক | ৬ জন | ১৬.৬৬% |
| নেতিবাচক | ২৭ জন | ৭৫% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০৩ জন | ৪.৩৩% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

প্রদত্ত সারণি -২ এ লক্ষ করা যায়, উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা পালন প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন মোট ৬ জন (১৬.৬৬%) ভাইস চেয়ারম্যান। অর্থাৎ এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা উপজেলা পরিষদে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন বলে মনে করেন। এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা সবাই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়। দলীয় আনুগত্য এবং ক্ষমতাসীন দলের লোক হওয়ায় কিছুটা সুবিধা প্রাপ্তিই এ ধরনের ইতিবাচক উত্তর প্রদানের জন্য দায়ি বলে অনুমিত হয়। এ বিষয়ে মোট ২৭জন (৭৫%) ভাইস চেয়ারম্যান নেতিবাচক উত্তর প্রদান

করেছেন। দলীয় অবস্থানগত দিক থেকে বিএনপি'র সবাই (১২জন) ভূমিকা পালন প্রশ্নে নেতিবাচক জবাব প্রদান করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরোধী দলের ক্ষমতাসীনদের বিরোধী মনোভাবই উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জাপা ১জন (২.৭৭%), জামায়াতে ইসলামীর ১জন (২.৭৭%) এবং স্বতন্ত্র ২জন (৫.৫৫%) উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের কোনো ভূমিকা নেই বলে মনে করেন। মোট ১১জন (৩০.৫৫%) আওয়ামী লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান এ প্রশ্নে নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। দলীয় বিবেচনায় বিরোধী এ মতামত প্রদান উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা পালন প্রশ্নে বাস্তবতা অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন মোট ৩জন (৪.৩৩%)। তাদের সকলেই আ.লীগ সমর্থক ভাইস চেয়ারম্যান।

সারণি ৩: ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সুনির্দিষ্ট আইনের অভাব | ১৩ জন | ৩৬.১১% |
| প্রশাসনের অসহযোগিতা | ০৬ জন | ১৬.৬৬% |
| পরিষদের ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ | ১০ জন | ২৭.৭৭% |
| উপজেলা চেয়ারম্যানদের অসহযোগিতা | ০৩ জন | ৮.৩৩% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০৪ জন | ১১.১১% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

প্রদত্ত সারণি -৩ এ লক্ষ করা যায়, উপজেলা পরিষদে ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে মোট ১৩ জন (৬৬.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবকে দায়ি করেছেন। এ শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান ৮জন (২২.২২%) এবং বিএনপি দলীয় মোট ৫জন (১৩.৮৮%) ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণে মোট ৬জন (১৬.৬৬%) ভাইস চেয়ারম্যান প্রশাসনের অসহযোগিতাকে দায়ি করেছেন; এর মধ্যে ৪জন (১১.১১%) আ.লীগ দলীয় এবং ২জন (৫.৫৫%) বিএনপি দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান। পরিষদের ওপর স্থানীয় সংসদ সদস্যের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপকে দায়ি করেছেন মোট ১০জন (২৭.৭৭%) ভাইস চেয়ারম্যান; এর মধ্যে ৩জন (৮.৩৩%) আ.লীগ দলীয়, ৪জন বিএনপি (১১.১১%) দলীয়, জামায়াতের ০১জন (২.৭৭%) এবং ০২জন (৫.৫৫%)স্বতন্ত্র ভাইস চেয়ারম্যান। এ প্রসঙ্গে উপজেলা চেয়ারম্যানদের অসহযোহিতাকে দায়ি করেছেন মোট ৩জন (৮.৩৩%) ভাইস চেয়ারম্যান; এর মধ্যে আ.লীগ দলীয় ১জন (২.৭৭%), বিএনপি দলীয় ১জন (২.৯৯%) এবং জাপা দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ১জন (২.৭৭%)। এ প্রসঙ্গে মতামত প্রদানে বিরত

থেকেছেন মোট ৪জন (১১.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান, যারা সবাই আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান। চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণ সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানদের ভূমিকা নিশ্চিত করা যাবে বলেও উত্তরদাতা ভাইস চেয়ারম্যানরা মনে করেন।

সারণি ৪: বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পরামর্শের ভিত্তিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| আইনগতভাবে ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণ | ১৭ জন | ৪৭.২২% |
| স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন | ০৬ জন | ১৬.৬৬% |
| উপজেলা চেয়ারম্যান নয়, উপজেলা ব্যবস্থাকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ | ০৭ জন | ১৯.৪৪% |
| জনকল্যাণবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ | ০৪ জন | ১১.১১% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০২ জন | ৫.৫৫% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

সারণি-৪ এ লক্ষ করা যায়, উত্তরদাতা ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে ১৭জন (৪৭.২২%) ভাইস চেয়ারম্যান (আ.লীগের ১০জন, বিএনপি'র ৬জন এবং জাপার ১জন) বিদ্যমান প্রতিবন্ধকরা দূরীকরণের জন্য আইনগতভাবে তাদের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণের পরামর্শ দেন। আইনগতভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার পেলে বিদ্যমান সমস্যাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হবে বলে তাদের ধারণা। এ প্রশ্নে মোট ৬জন (১৬.৬৬%) ভাইস চেয়ারম্যান স্থানীয় সংসদ সদস্যের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের দাবি করেন; যাদের মধ্যে আ.লীগেরে ১জন, বিএনপি'র ২জন, জামায়াতের ১জন এবং ২জন স্বতন্ত্র ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। আবার বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কেবলমাত্র উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে পুরো ব্যবস্থাটিকে কার্যকর করার প্রতি গুরুত্ব দেন মোট ৭জন (১৯.৪৪%) ভাইস চেয়ারম্যান; এর মধ্যে রয়েছেন আ.লীগের ৩জন এবং বিএনপি'র ৪জন ভাইস চেয়ারম্যান। অন্যদিকে জনকল্যাণবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হলেই এ ধরনের সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করেন মোট ৪জন (১১.১১%) ভাইস চেয়ারম্যন; যাদের সবাই আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান। মোট ২জন (৫.৫৫%) আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান এ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন।

সারণি ৫: উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আদায়ে রাজনৈতিক কর্মসুচি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ইতিবাচক | ২৭ জন | ৭৫% |
| নেতিবাচক | ০৭ জন | ১৯.৪৪% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০২জন | ৫.৫৫% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

সারণিতে (৫) বিদ্যমান অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আদায়ের প্রশ্নে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদানের প্রতি সমর্থনে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করেছেন মোট ২৭জন (৭৫%) ভাইস চেয়ারম্যান; এর মধ্যে আ.লীগের ১৫জন, বিএনপি'র ৮জন, স্বতন্ত্র ২জন, জামায়াতের ১জন এবং জাপার ১জন ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন । নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবি আদায়ে অনিশ্চয়তার আশংকার প্রেক্ষিতেই বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা। মোট ৭জন (১৯.৪৪%) ভাইস চেয়ারম্যান রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দাবি আদায়ের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আ.লীগ দলীয় ৫জন এবং বিএনপি দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ২জন। সরকার আন্তরিক না হলে দাবি আদায়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে চেয়ারম্যানরাই লাভবান হবেন, ভাইস চেয়ারম্যানরা নয় বলে মনে করেন এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা। বাকী ২জন (৫.৫৫%) ভাইস চেয়ারম্যান এ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন; যাদের ১জন আ.লীগ দলীয় এবং অন্যজন বিএনপি দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান।

সারণি ৬: উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিষয়ে মনোভাবের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ইতিবাচক | ০০ জন | ০০% |
| নেতিবাচক | ৩৪ জন | ৯৪.৪৪% |
| মতামত নেই | ০২ জন | ৫.৫৫% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

সারণিতে (৬) মোট ৩৪ জন (৯৪.৪৪%) ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেছেন। উপজেলা ব্যবস্থাকে কার্যকর করার প্রতিই দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এ শ্রেণীর উত্তরদাতা ভাইস চেয়ারম্যানরা। এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে যে কোনো প্রতিষ্ঠান একক ব্যক্তির চেয়ে

একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে কার্যকর ও গতিশীল হতে পারে বলে তারা মনে করেন। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে ইউনিয়নের তুলনায় উপজেলা বৃহৎ এলাকা হওয়ায় ভবিষ্যতে পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সংখ্যা বাড়ানোর পরামর্শ দেন এ শ্রেণীর উত্তরদাতারা। এতে সমস্যা চিহ্নিতপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিক সমাধানে পরিষদ গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তাদের ধারণা। প্রদত্ত সারণীতে লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি ন্যূনতম সমর্থনও পাওয়া যায়নি (০০%)। এ সংশ্লিষ্ট মতামত প্রকাশে মোট ২জন (৫.৫৫%) আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন।

সারণি ৭: উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত বিষয়ে মনোভাবের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ইতিবাচক | ০৪ জন | ১১.১১% |
| নেতিবাচক | ২৮ জন | ৭৭.১১% |
| মতামত নেই | ০৪ জন | ১১.১১% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

উপর্যুক্ত সারণিতে (৭) লক্ষ করা যায়, উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে বিরোধিতা করেছেন মোট ২৮ জন (৭৭.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান। দলমত নির্বিশেষে উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চাকে পরিষদ কার্যকর হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এ উত্তরদাতা শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা। সাংবিধানিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সংসদ সদস্যগণকে মনোযোগী থাকার পরামর্শও দিয়েছেন তারা। এ সংশ্লিষ্ট মনোভাব প্রকাশে মোট ৪ জন (১১.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান পরিষদে সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চর্চাকে সমর্থন করেছেন। আ.লীগের রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা দলীয় আনুগত্য এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য আ.লীগ দলীয় হওয়ায় তাদের ভূমিকার প্রতি সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এমন মনোভাব দেখিয়েছেন প্রতীয়মান হয়। বাকী ৪ জন (১১.১১%); এরমধ্যে ২ জন (৫.৫৫%) আ.লীগ এবং ২ জন (৫.৫৫%) বিএনপি দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান এ সংশ্লিষ্ট প্রকাশে বিরত থেকেছেন।

সারণী ৮: উপজেলা পরিষদে ইউএনও'র নির্বাহী ক্ষমতা বিষয়ে মনোভাবের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ইতিবাচক | ০৪ জন | ১১.১১% |
| নেতিবাচক | ৩১ জন | ৮৬.১১% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০১ জন | ২.৭৭% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

সারণিতে (৮) লক্ষ করা যায়, উপজেলা পরিষদে ইউএনও'র নির্বাহী ক্ষমতা চর্চাকে সমর্থন করেন মোট ৪ জন (১১.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান; যাদের সবার আ.লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়তা রয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের লোক হওয়ায় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা সঠিক নয় বিবেচনায় এমন মতামত দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের মনোভাব প্রকাশে বাকী ৩২ জনের ৩১ জনই (৮৬.১১%) ইউএনও'র নির্বাহী ক্ষমতা চর্চার বিরোধিতা করেন। এ ধরনের পদক্ষেপকে জনআকাঙ্ক্ষা অনুকূল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিকাশে তারা নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসেবে দাবি করেছেন। কেবলমাত্র ১ জন আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান এ বিষয়ে মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন।

সারণি ৯: ইউএনও'র নির্বাহী ক্ষমতার বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের ভিত্তিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| এ ধরনের ক্ষমতা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতিমালার পরিপন্থী | ১০ জন | ২৭.৭৭% |
| স্থানীয় উন্নয়নে ইউএনও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতো অঙ্গীকারাবদ্ধ নয় | ০৫ জন | ১৩.৮৮% |
| সাচিবিক দায়িত্ব পালনেই ইউএনও'র ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত | ০৬ জন | ১৬.৬৬% |
| আমলা নির্ভর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন | ১১ জন | ৩০.৫৫% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০৪ জন | ১১.১১% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

উপযুক্ত সারণিতে (৯) উপজেলা পরিষদে ইউএনও'র নির্বাহী ক্ষমতার বিপক্ষে ভাইস চেয়ারম্যানরা মোট ৪টি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। উত্তরদাতা ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে মোট ১০ জন (২৭.৭৭%) এ ধরনের ক্ষমতাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; যাদের মধ্যে আ.লীগ দলীয় ৩ জন, বিএনপি দলীয় ৪ জন, স্বতন্ত্র ২ জন এবং জামায়াত দলীয় ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন। মোট ৫ জন (১৩.৮৮%) ভাইস চেয়ারম্যান স্থানীয় উন্নয়নে ইউএনও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতো অঙ্গীকারাবদ্ধ নয় দাবি করে এ ধরনের ক্ষমতার বিরোধিতা করেন; যাদের মধ্যে আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ৪ জন এবং বিএনপি দলীয়

১ জন ভাইস চেয়ারম্যান। নির্বাহী ক্ষমতা নয় বরং সাচিবিক দায়িত্ব পালনে ইউএনও'র ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে মনে করেন উত্তরদাতা ৬ জন (১৬.৬৬%) ভাইস চেয়ারম্যান (৩ জন আ.লীগ এবং ৩ জন বিএনপি দলীয়)। ইউএনওদের এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আমলানির্ভর হয়ে পড়বে এবং আমলানির্ভর স্বায়ত্তশাসন কখনো জনকল্যাণবান্ধব হয় না বলে দাবি করেন মোট ১১ জন (৩০.৫৫%) ভাইস চেয়ারম্যান; দলীয়ভাবে তাদের অবস্থান যথাক্রমে আ.লীগ ৬ জন, বিএনপি ৪ জন এবং জাপার ১ জন। মোট ৪ জন (১১.১১%) আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান এ বিষয়ে মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন।

সারণি ১০: ইউএনওদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে মনোভাবের ভিত্তিতে ভাইস চেয়ারম্যানদের শ্রেণীবিন্যাস

| মতামতের ধরন | উত্তরদাতার সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ভাইস চেয়ারম্যানকে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান | ১৩ জন | ৩৬.১১% |
| ইউএনও'র উচ্চতর মর্যাদা বহাল | ০১ জন | ২.৭৭% |
| ইউএনও- ভাইস চেয়ারম্যান উভয়ের সমান মর্যাদা | ০১ জন | ২.৭৭% |
| স্ব-স্ব দায়িত্ব নির্দিষ্ট হলে এ ধরনের সম্পর্ক নির্ধারনের অবকাশ নেই | ১৯ জন | ৫২.৭৭% |
| মতামত প্রদানে বিরত | ০২ জন | ৫.৫৫% |
| মোট - | ৩৬ জন | ১০০% |

উপযুক্ত সারণিতে (১০) লক্ষ করা যায়, ইউএনওদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ মোট ১৩ জন (৩৬.১১%) ভাইস চেয়ারম্যান (আ.লীগ ৭ জন, স্বতন্ত্র ২ জন, বিএনপি ২ জন, জাপা ১ জন এবং জামায়াত ১ জন) ইউএনও'র চেয়ে অধিক মর্যাদা দাবি করেন। অপেক্ষাকৃত সচেতন এ শ্রেণীর ভাইস চেয়ারম্যানরা সর্বাবস্থায় আমলাদের তুলনায় নির্বাচিত যে কোনো জনপ্রতিনিধিদের অধিক মর্যাদাবান হিসেবে দাবি করেন। আবার মোট ১৯ জন (৫২.৭৭) ভাইস চেয়ারম্যান (বিএনপি দলীয় ১০ জন এবং আ.লীগ দলীয় ৯ জন) স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার দাবি করে বলেন দায়িত্ব নির্দিষ্ট হলে এ ধরনের সম্পর্ক নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। উত্তরদাতা ১ জন (২.৭৭%) আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান ইউএনও'র মর্যাদা বহাল রাখার মতামত প্রদান করে এর স্বপক্ষে 'ইউএনও'র উচ্চ শিক্ষা এবং সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার যুক্তি তুলে ধরেন। অন্যদিকে ১ জন (২.৭৭%) আ.লীগ দলীয় ভাইস চেয়ারম্যানের উভয়ের সমান মর্যাদার দেওয়ার মতামত প্রকাশ করে দাবি করেন সমান মর্যাদা দিলে পরিষদে ইউএনও'র সাথে বিদ্যমান সমস্যা- সংকট এবং অবিশ্বাস-আস্থাহীনতার পরিবর্তে সমন্বয়- সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে এবং এতে পরিষদ কার্যকর হবে। আ.লীগ দলীয় মোট ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (৫.৫৫%) এ সংক্রান্ত মতামত প্রদানে বিরত থেকেছেন।

সমস্যা-সংকট নিরসনে সম্ভাব্য পরামর্শমালা:

মাঠ জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে করে উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানের ভূমিকা পালনের অনিশ্চয়তা দূরীকরণে কয়েকটি পরামর্শ উপস্থাপন করা হলো;

(১) বিধিগতভাবে ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সীমা স্পষ্টকরণ।

(২) উপজেলা পরিষদের যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভাইস চেয়ারম্যানদের নির্দিষ্ট মাত্রা বা অনুপাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভাইস চেয়ারম্যানদের অভিমতের যৌক্তিক বাস্তবায়ন।

(৩) উপজেলা চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে পরিষদের কর্তৃত্বের ভার আবর্তনভিত্তিক ভাইস চেয়ারম্যানদের ওপর অর্পণ এবং সে সময়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ বিধিগত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান।

(৪) ভাইস চেয়ারম্যানদের দাপ্তরিক কাজে সুযোগ-সুবিধা প্রদান, অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় অর্থ এবং লোকবল সংস্থান এবং পরিবহন সুবিধা প্রদান।

(৫) চেয়ারম্যানদের পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যানদের নামে কেন্দ্রীয় থোক বরাদ্দ বিতরণ এবং তার ব্যয়ে সঠিক হিসাব নিরীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

(৬) ইউএনওদের উর্ধ্বে ভাইস চেয়ারম্যানদের অবস্থান নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধান-অধীনে ইউএনওদের কাজ করার মনোভাব সঞ্চালনে সরকারি নির্দেশনা জারিকরণ।

(৭) চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউএনও'র মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি, সন্দেহ, অবিশ্বাস দূর করে সবার মধ্যে সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রদর্শনে প্রয়াজনীয় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।

(৮) উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের বাধ্যতামূলক উপদেষ্টা রাখার বিধান রহিতকরণ।

(৯) সংশ্লিষ্ট উপজেলা এলাকায় নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ-তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের ওপর অর্পণ। এতে সাধারণ ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রশ্নে এক ধরনের সমঝোতা হতে পারে।

(১০) নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন। ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির সৃষ্টি হতে পারে। তাদের প্রশিক্ষণের মূল

লক্ষ্য হতে হবে সুস্পষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিত করা, কার্যক্রমগুলো আইনানুগভাবে বাস্তবায়নের জন্য পথরেখা খোঁজা এবং সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা করার জন্য তাদের অঙ্গীকারাবদ্ধ করা। পরিষদকে সচল করা চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের যৌথ দায়িত্ব এই বোধ জাগ্রত করা।

(১১) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির যে কোনো অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার কমিশনের মাধ্যমেই এ ধরনের তদন্তের নিস্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনে জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট বিল এনে তার ওপর সরকার এবং বিরোধী দলের বির্তক হওয়া উচিত। সংসদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সব মহলের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সবার মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করলে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের বিষয়ে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে।

উপসংহার:

সমস্যা, সংকট এবং সম্ভাবনার ঘূর্ণাবর্তে ঘুরছে উপজেলা পরিষদের ভবিষ্যত। জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি উপেক্ষা-অবহেলা দেখিয়ে ক্রমান্বয়ে উপজেলা পরিষদকে নিষ্ক্রিয় করার অপ্রত্যাশিত এবং অনভিপ্রেত বিধিমালা ও কার্যক্রম চিহ্নিত করেছেন ভুক্তভোগী ও বিশেষজ্ঞ মহল। উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিতর্কের আড়ালে ভাইস চেয়ারম্যানদের কর্তৃত্বহীনতার বিষয়টি উপজেলা পরিষদের নিষ্ক্রিয়তার আশংকাকে দৃঢ়তর করছে বলে দাবি করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিরা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের আগ্রহ হারাচ্ছেন বলে দাবি উঠেছে। আর এতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়াতো দূরের কথা ক্রমান্বয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতাসীন এবং বিরোধীদলের প্রভাবশালী নেতৃত্বের অনীহাকে দায়ি করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলের জন্য শুভ নয়। প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি ইতিবাচক সাড়া আমলাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই সরকারের উচিত যে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে দ্রুত উপজেলা পরিষদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে যেহেতু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সেহেতু তাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার এবং জনগণকে তাদের পেছনের মূল শক্তি বিবেচনায় রেখেই তাদের প্রজ্ঞা ও সংযমের পরিচয় দেয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

তথ্যসূত্র:

Lindzey, 1954: 223-58) Sarbin, T.R, Role theory, G. Lindzey (ed.) Hand book of Social Phychology, Vol.1. Cambridge: mass: Addison-Wesley, 1954.

Linton, R. , The study of man, Newyork: Appleton century, 1936, Mead, G.H., Mind, Self and socity, C.W. Morris (ed.), Chicago: The university of cicago press, 1934.

Neiman & Hugher, J.W., The Problem of the concept of Role: A Re-survey of literature, Vol.30, 1951:141-49

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ ।

সুশাসনের জন্য নাগরিক-'সুজন' এর ৬মে (২০০৯) তারিখের গোলটেবিল বৈঠকে সুজন সম্পাদক ।

হাবিবুল্লাহ্, মোঃ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমস্যা: একটি পর্যালোচনা, লোক প্রশাসন সাময়িকী, ৪১তম সংখ্যা, ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ:১৪ ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ এপ্রিল ২০০৯ ।

দৈনিক করতোয়া, ২২ জানুয়ারী ২০০৯ ।

প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৯ ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯ ।

সমকাল, ৭ এপ্রিল ২০০৯ ।

প্রথম আলো, ৭ মে ২০০৯ ।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯মে ২০০৯ ।

হাবিবুল্লাহ্, মোঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ।

প্রথম আলো, ৭মে ২০০৯ ॥

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯মে ২০০৯ ।

প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০১০ ।

কালের কণ্ঠ, ৭মে ২০১০ ।

প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১০ ।

প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০১০ ।

প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১০ ।
প্রথম আলো, ১৩মে ২০১০ ॥
প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০০৯ ।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২আগষ্ট ২০০৯ ।
দৈনিক করতোয়া, ১৬মার্চ ২০১০ ।
দৈনিক করতোয়া, ৬জুন ২০১০ ।
প্রথম আলো, ৭ জুলাই, ২০০৯ ।
প্রথম আলো, ৬ জুলাই ২০০৯ ।
দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ২০০৯ ।
দৈনিক করতোয়া, ৭ জুলাই ২০০৯ ।
আমারদেশ, ৭মে ২০০৯ ।
সাপ্তাহিক বিজয় বাংলা, ২৫ জানুয়ারী, ২০১০ ।
ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০১০ ।
ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।
ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।
ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।
ভোরের কাগজ, ১০ আগষ্ট ২০০৯ ।